দৈনিক সংবাদ

13 MAY 1989
তা... পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

ফেডারেশনভুক্ত হয়ে যা পেলাম

আমরা সরকারী কলেজের জাতীয়করণকৃত শিক্ষকবৃন্দ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম ১৯৮৯ সালের ৫ই এপ্রিলের সেই স্মরণীয় দিনটির জন্য যেদিন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষণার মাধ্যমে আমাদের ভাগ্যের শিকা ছিড়বে বলে ভেবেছিলাম। অবশেষে এল সেই মহেন্দ্রখন। তিনি ঘোষণাও দিলেন। কিন্তু সেই ঘোষণায় আমাদের ভাগ্যের হেরফের তেমন ঘটল না। নিরাশ হয়েই ফিরে এলাম। আমাদের নেতাদের এখন অবসর গ্রহণের সময় হয়েছে। তাই তারা এখন অবসর গ্রহণের বয়সসীমা আর পেনশনের দাবী মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে তুলে ধরেছেন বড় করে। কারণ এখন তাদের প্রমোশন বা টাইম স্কেলের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু নেতারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে, আমাদের মত প্রভাষক যারা ১৪/১৫ বছর ধরে সরকারী চাকুরি করেছেন, তাদের প্রমোশনের প্রয়োজন আছে? এর মধ্যে ৪/৫ বছর ইফেকটিভ সার্ভিস বাদ দিলে শুধু সরকারী চাকুরি তো ১০ বছর হয়, তবুও কেন প্রমোশন হয় না? তবুও কেন টাইম স্কেল দেওয়া হয় না? মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে কি এদিকটি তুলে ধরেছেন? না আপনারা আপনাদের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যস্ত আছেন। ফেডারেশনভুক্ত হয়ে আমরা কি পেলাম? এতে তো বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার দাবীই প্রাধান্য পেয়েছে।

কর্তৃপক্ষ চাকুরি যখন দিয়েছেন তখন চাকুরির শর্ত অনুযায়ী বেতন আমরা পাব, সময় গেলে ইনক্রিমেন্ট হবে, সময় গেলে প্রমোশন হবে, অথবা পোষ্ট না থাকলে টাইম স্কেলের সুবিধা চাকুরি করতাম। ১০ বছর বেসরকারী চাকুরি করার পর ১৯৮০ সালে কলেজ জাতীয়করণ হলো। এর মধ্যে আরো ১০ বছর সরকারীভাবে চলেও গেল অথচ ২০ বছর চাকরি করে আজও আমি প্রভাষক। আমার মূল বেতন ২,৮৬০ টাকা। অথচ কলেজটা যদি ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ না হয়ে ১৯৮৫ বা ১৯৮৬ সালে জাতীয়করণ হত তবে আমার ইফেকটিভ সার্ভিস ৭।৮ বছরের উর্ধ্বে হত এবং সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আত্মীকৃত হতাম। বর্তমানে আমার মূল বেতন হত ৪২০০ টাকা অথবা ৪৩২৫ টাকা যা ইদানীং ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজের অনেকের ভাগ্যে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক আব্দুল ওদুদ আমার চেয়ে এক বছর পর চাকরিতে ঢুকেছেন। ফরিদপুর ইয়াছিন কলেজ ২১·১·৮৭ ইং তারিখে জাতীয়করণ করা হলে ওদুদকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আত্মীকৃত করা হয় এবং তার বেতন ২৮০০-৪৪২৫ টাকার স্কেলে ৪২০০ টাকা মূল বেতন ধার্য করা হয়েছে। ভাগ্যেরই পরিহাস, নাকি প্রশাসনের দাবানলের ছোবল—কোনটা হতে পারে তাই বোধগম্য নয় বিধায় আমি এখন প্রভাষক। বিচিত্র নিয়ম আর বিচিত্র বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন। চারদিক শুধু হতাশা আর হতাশা, কর্মে উৎসাহ পাই না।

তাই আমি সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির কর্তাব্যক্তিদের কাছে প্রশ্ন রাখছি যে, ফেডারেশনভুক্ত হয়ে আমাদের জন্য কি করছেন? আপনারা আপনাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ব্যস্ত থাকবেন না আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথাও চিন্তা করবেন। আমরা আর কিছুই চাই না। আমরা চাই ইফেকটিভ সার্ভিস ধরে প্রমোশন নতুবা টাইম স্কেল। এটাই আমাদের একমাত্র দাবী। অবসরের বয়স আর পেনশন আমাদের এখনকার দাবী নয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষা সচিবসহ শিক্ষা পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন রাখলাম।

নিতাই চন্দ্র বসাক,
প্রভাষক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ,
রাজবাড়ী সরকারী কলেজ,
রাজবাড়ী।

মেডিক্যাল সহকারীদের পদোন্নতি ও উচ্চ শিক্ষা প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে সরকারী রেজিষ্ট্রেশন প্রাপ্ত ডাক্তারদের মধ্যে ডিপ্লোমা ডাক্তারগণ অন্যতম। সাবেক এল এম এফ সমতুল্য ডিপ্লোমা ডাক্তারগণ বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসকের দায়িত্বে নিয়োজিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই শ্রেণীর ডাক্তারদের যথাযথভাবে নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা আছে। নিঃস-

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

দেহে এতে কর্মরত সহকারী ডাক্তারদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটে এবং তাদের কাছ থেকে উন্নততর সেবা পাওয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের মত দরিদ্র দেশে যেখানে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন আবশ্যক সেখানে এব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-১/৮৩/৭১৭ তাং ২৪-৯-৮৫ ইং মোতাবেক ডিপ্লোমা ডাক্তারদের পদবী উপ-সহকারী মেডিক্যাল অফিসার থেকে ধাপে ধাপে মেডিকাল অফিসার হিসাবে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত সিদ্ধান্ত গেজেটে অনুমোদন লাভ করেনি। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের দেশে ডিগ্রীধারী ডাক্তারদের উচ্চ শিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুযোগ আছে। যেমন গত ২২-৩-৮৯ইং দৈনিক সংবাদ-এ ডিগ্রীধারী ডাক্তারদের উচ্চ শিক্ষার জন্য মহাখালিস্থ জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। অথচ ডিগ্রীধারী ডাক্তারদের মত যদি ডিপ্লোমা ডাক্তারদেরও পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ সৃষ্টি করা যায়, তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিত্যনতুন জ্ঞান সম্পর্কে ডিপ্লোমা ডাক্তারগণও অবহিত হতেও পারে। [illegible]